আমীন সশব্দে না নিঃশব্দে?

'অযাহাক্কাল বাতিল' বই থেকে

মুফতী সাহেব (৫০ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'এ ব্যাপারে হাদীস পাকে দুই রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। কোন রেওয়ায়েতে আমীন জোরে পড়ার কথা বুঝে আশে আবার কোনো রেওয়ায়েতে আস্তে পড়ার হুকুম হয়েছে।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'হজরত অয়েল বেন হাজার থেকে বর্ণিত আছে উনি বলেন.....আমীন বলেছেন এবং আওয়াজ টাকে টেনে বলেছেন এবং আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর উচ্চস্বরে বলেছেন।'

তিরমিযীর আর এক বর্ণনা নকল ক'রে তিনি বলেছেন, '.....আমীন বলেছেন তবে নিম্নস্বরে আস্তে বলেছেন।'

অতঃপর তিনি সমীক্ষা পেশ ক'রে বলেছেন, 'আমরা একটু চিন্তা করি প্রথম রেওয়ায়েতে আছে--- مد بها صوته অর্থাৎ, আওয়াজটাকে টেনে পড়েছেন এখানে জোরে বা আস্তে দুটই হতে পারে, তবে জোরে পড়ার সম্ভব আছে নিশ্চিত নয়।'

সুধী পাঠক! আপনার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগবে, জোরে পড়া নিশ্চিত নয় কেন? তার মানে কি আস্তে (নিঃশব্দে) পড়াই নিশ্চিত বুঝা যায় উক্ত হাদীস থেকে? তাহলে সাহাবী সেই টেনে বলা 'আমীন' শুনলেন কীভাবে?

বলাই বাহুল্য যে, সুনিশ্চিতভাবে সে 'আমীন' ছিল সশব্দে। মুফতী সাহেব নিজেই বলেছেন, 'আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর উচ্চস্বরে বলেছেন।' যেমন নাসাঈতেও এই শব্দ আছে।

আবূ দাঊদ ও ত্বাবারানীতে আছে, . فجهر بآمين অর্থাৎ, সশব্দে বা জোরে 'আমীন' বললেন। তাতেও কী মুফতী সাহেব নিশ্চিত হতে পারছেন না যে, 'আমীন' জোরেই ছিল?

তারপর মুফতী সাহেব লিখছেন, 'দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে--- خفض بها صوته অর্থাৎ নিম্ন একদম আস্তে পড়েছেন।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন হবে, 'একদম' অনুবাদের আরবী শব্দ কী? অথচ শব্দের অর্থ হয় নিম্ন স্বরে বলা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে, এই বর্ণনা থেকে কি বুঝা যায় যে, আমীন 'আস্তে পড়ার হুকুম হয়েছে'?

তারপর তিনি লিখেছেন, 'এই রেওয়ায়েতে আস্তে পড়া নিশ্চিত বুঝা যাচ্ছে। আর জোরে পড়ার সম্ভব বা সন্দেহ মোটেই বুঝা যাচ্ছে না।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন হবে, যদি তাই হয়, তাহলে সাহাবী শুনলেন কীভাবে? সুতরাং অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, তিনি সশব্দে 'আমীন' বলেছেন, কিন্তু আস্তে বলেছেন, খুব চিল্লিয়ে বলেননি। যেমন এ কথা স্বীকার করেছেন ইবনে হুমাম হানাফী। *(শারহু ফাতহিল ক্বাদীর ১/২৯৫)*

তারপর মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'ইনি ছাড়া অন্যান্য সাহাবাগণদের (?) থেকেও আমীন পড়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু জোরে না আস্তে এ ব্যাপারে স্পষ্ট শব্দ নেই।'

প্রিয় পাঠক! চলুন আমরা মুফতী সাহেবের এই দাবীর সত্যতা যাচাই করি ঃ-

১। আবূ হুরাইরা ﵁

عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين ، وكان رسول الله ﷺ إذا قال : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ قال : " آمين " . حتى سمعها أهل الصف الأول ؛ فيرتج بها المسجد . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه واللفظ له

তিনি বলেন, লোকেরা 'আমীন' বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্-য়া-ল্লীন' বলতেন, তখন 'আমীন' বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনতে পেত এবং তার ফলে মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠত। *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

متفق عليه

অর্থাৎ, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা

ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়। *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

عن أبي هريرة كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة { أم القرآن } ؛ رفع صوته فقال : "آمين". أخرجه الدارقطني ، والحاكم (٢٢٣/١) ، والبيهقي

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন, তখন জোরে 'আমীন' বলতেন। *(দারাকুত্বনী, হাকেম ১/২২৩, বাইহাক্বী)*

২। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ

عن سالم عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ كان إذا قال : { وَلَا الضَّالِّينَ } ؛ قال : " آمين " . ورفع بها صوته .

অর্থাৎ, ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন 'অলায্যা-ল্লীন' বলতেন, তখন 'আমীন' বলতেন এবং নিজের আওয়াজকে উঁচু করতেন। *(দারাকুত্বনী)*

৩। উম্মুল হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

عن ابن أم الحُصَين عن أمه : أنها صلّت خلف رسول الله ﷺ ، فلما قال : {وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ قال : " آمين " . فسمعته وهي في صف النساء . رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في الكبير

অর্থাৎ, উম্মুল হুস্বাইন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছেন। তিনি 'অলায্যা-ল্লীন' বলে 'আমীন' বললে উম্মুল হুস্বাইন মহিলাদের কাতার থেকে শুনতে পেলেন। *(মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, ত্বাবারানীর কাবীর)*

৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

عن عائشة عن النبي ﷺ قال: تدرين على ما حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه أحمد والبيهقي

অর্থাৎ, একদা নবী ﷺ বললেন, "(হে আয়েশা!) তুমি কি জানো, ওরা (ইয়াহুদীরা) আমাদের প্রতি কীসের হিংসা করে?" তিনি বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই বেশি জানেন।' নবী ﷺ বললেন, "ওরা ক্বিবলাহ---যা আমাদেরকে সঠিকরূপে দান করা হয়েছে, কিন্তু ওরা এ ব্যাপারেও ভ্রষ্ট ছিল, জুমআহ---যা আমরা সঠিকরূপে পেয়েছি, আর ওরা পায় নি, আর ইমামের পশ্চাতে আমাদের 'আমীন' বলার উপরে যতটা হিংসা করে, ততটা হিংসা আমাদের অন্যান্য বিষয়ের উপর করে না।" *(আহমাদ, বাইহাক্বী)*

প্রকাশ যে, সূরা ফাতিহার শেষে ইয়াহুদীর উল্লেখ আছে বলেই, তারা ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদীদের 'আমীন' বলা শুনে হিংসা করত।

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'উপস্থিত আমাদের সামনে কেবল ওয়েল বেন হাজার (?) সাহাবির রেওয়ায়েত বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জানি না, বাকী রেওয়ায়াতগুলিকে মুফতী সাহেব কেন দৃষ্টিচ্যুত করেছেন? অতঃপর সেই একই সাহাবী থেকে বর্ণিত বিভিন্নমুখী রেওয়ায়াতের বাছ-বিচার না ক'রেই তার একটি অংশ নিয়েই ফায়সালা দিয়ে বলেছেন যে, 'ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) দ্বিতীয় রাবির হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমীন আস্তে পড়ার ফায়সালা দিয়েছেন। তাই আমরা আমীন আস্তে পড়ি।'

এরই নাম হল তাক্বলীদ। অথচ পাঠকের মনে আরো প্রশ্ন হবে যে, একই সাহাবী ওয়াইল বিন হুজ্র (অয়েল বেন হাজার নয়) দুই রকম বর্ণনা কীভাবে করতে পারেন? উভয় বর্ণনাই কি ঠিক হতে পারে?

এ বিষয়ে ফায়সালা শুনুন মুহাদ্দিসীনদের। বুখারী প্রমুখ হাদীসের হাফেযগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ বর্ণনায় শু'বাহ রাবীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তিনি خفض صوته বলেছেন। আসলে ওখানে مد صوته শব্দই হবে। যেহেতু সুফিয়ান শু'বাহ অপেক্ষা বেশি বড় হাফেয। *(মুআত্ত্বা মুহাম্মাদ, তিরমিযী ২/২৭)*

এবার মুফতী সাহেব নিজেদের মৌলনীতি অনুযায়ী সহীহ হাদীসকে রদ করার নানা তা'বীল পেশ করেছেন।

১। 'আমীন' মানে 'কবুল কর'। তা দুআ। আর দুআ আস্তে করতে হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (৫৫) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(আ'রাফঃ ৫৫)*

তার মানে কোন দুআই জোরে পড়া যাবে না। কুনূতের দুআও না। আল্লাহর নবী ﷺ কোনদিন সশব্দে দুআই করেননি। তাই নাকি?

না। তিনি কুরআনের এই নির্দেশ থাকতেও বহু জায়গায় সশব্দে দুআ করেছেন। যেমন কুনূতে, জুমআর খুতবায় ইত্যাদিতে।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন, তখন সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আজকে আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনলাম, যা পূর্বে আমরা শুনতাম না।' তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

এ 'আমীন'ও নবী ﷺ জোরে বলেছিলেন। তাছাড়া সূরা ফাতিহাও তো দুআ, সেটাও তাহলে আস্তে বলতে হয়। পাঠক হয়তো বলবেন, 'সেটার ব্যাপারে তো দলীল আছে, জেহরী নামাযে জোরে পড়তে হবে।' তাহলে আমরা বলব, 'এটারও তো দলীল রয়েছে, সূরা ফাতিহার শেষে সশব্দে 'আমীন' বলতে হবে।

২। "যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়।"

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'ফিরিশ্তাগণ আস্তে আমীন বলেন, তাই আমাদেরকেও আস্তে বলতে হবে---।'

তা জানলেন কীভাবে? ফিরিশ্তার 'গুনজুনি শব্দ' শুনতে না পাওয়া গেলে তাঁরা আস্তেই কথা বলেন বুঝি? আর ফিরিশ্তাগণ জোরে কথা বললে শুনতে পাওয়া যায় বুঝি? আছে আপনার কাছে কোন দলীল? মানুষ বেশে না এলে তাঁদের কোন কথা শোনা যায় কি? জিবরীল عليه السلام নবী ﷺ-কে কোন কথা বললে সাহাবাগণ শুনতে পেতেন কি? রমযানে ফিশ্তাদের আহবান 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)' কেউ শুনতে পায় কি?

"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী-মুসলিম)* এ কথা কেউ শুনতে পায় কি?

পরন্তু একই হাদীসে রয়েছে "ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার এক মতো হয়, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

এখানে কি ইমামের জোরে 'আমীন' বলার নির্দেশ নেই? তাহলে ফিরিশ্তা জোরে 'আমীন' বলেন, না আস্তে বলেন, সে তর্ক কেন?

তাছাড়া হাদীসে উল্লিখিত মুক্তাদী ও ফিরিশ্তার 'আমীন' বলার অভিন্নতা জোরে না আস্তের ব্যাপারে নয়; বরং তা সময়ের ব্যাপারে।

৩। তৃতীয় দলীল হিসাবে মুফতী সাহেব উমার ﷺ-এর উক্তি পেশ করেছেন। অনুরূপ বর্ণিত আছে ইবনে মসঊদ ﷺ থেকেও।

কিন্তু এ আষার দু'টি হাদীসের কোন কিতাবে নেই। জানা যায় না যে, তা সহীহ না যয়ীফ। অথচ তা দলীল মেনে সহীহ হাদীসকে মনসূখ করার দাবী। ইবনে হায্ম (রঃ) বলেছেন, 'ওরা উমার বিন খাত্ত্বাব ও ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র তাক্বলীদকে প্রাধান্য দিয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির কাছে আর

কারো কথায় কোন হুজ্জত নেই।' *(মুহাল্লা ৩/২৬৪)*

পরন্তু অহাদীস গ্রন্থে উভয় সাহাবী হতে এর বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে। জানি না, মুফতী সাহেবরা হয়তো সেগুলিকেও 'মনসূখ' বলবেন।

عن ابن مسعود أنه قال : من السنّة أن لا يخفي الإمام أربعاً ؛ سبحانك اللّهم، والاستعاذة ، وقراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم ، والتأمين.

অর্থাৎ, ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'সুন্নত এই যে, ইমাম চারটি জিনিস চুপেচুপে বলবে না ঃ (১) সুবহানাকাল্লাহুম্মা.... (২) আঊযু বিল্লাহ.... (৩) বিসমিল্লাহ.... (৪) আমীন। *(কুতুল কুলূব ২/৩৫৫)*

عن عمر بن الخطاب أنه قال : « لا يخفي الإمام أربعا : التعوذ ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين ، وربنا ولك الحمد »

অর্থাৎ, উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেছেন, 'ইমাম চারটি জিনিস চুপেচুপে বলবে না ঃ (১) আঊযু বিল্লাহ.... (২) বিসমিল্লাহ.... (৩) আমীন ও (৪) রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ। *(ইনস্বাফ, ইবনে আব্দুল বার্র ১/৩৬)*

প্রিয় পাঠক! এই শ্রেণীর পরস্পর-বিরোধী উক্তি বর্জন ক'রে রসূল ﷺ-এর হাদীস মেনে নেওয়া কি জরুরী নয়?

তাছাড়া তাতে মনে প্রশ্নও সৃষ্টি করে, ঐ ৪টি ছাড়া বাকীগুলি কি জোরে পড়তে হবে অথবা আস্তে পড়তে হবে?

৪। 'সামুরাহ বিন জুন্দুব থেকে বর্ণিত, হুজুর যখন অলাদ্দলীন পড়তেন, তখন চুপ থাকিতেন। কেননা এখানে আমীন বলতেন।'

চমৎকার দলীল! আমরা পাঠকের খিদমতে সেই বর্ণনা পেশ করছি,

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' জায়গায় চুপ থাকতেন। (১) যখন তিনি নামায শুরু করতেন এবং (২) যখন তিনি রুকূর আগে দ্বিতীয় সূরা পড়া শেষ করতেন। *(আহমাদ ২০১৬৬নং, প্রমুখ)*

عن الحسن عن سمرة قال : كان لرسول الله ﷺ سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة.

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' জায়গায় চুপ থাকতেন। (১) যখন তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন এবং (২) যখন তিনি ক্বিরাআত পড়া শেষ করতেন। *(দারাকুত্বনী ২৮নং, প্রমুখ)*

عن الحسن عن سمرة بن جندب : سكتتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال فيه قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان ؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} .

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মনে রেখেছি যে, তিনি দু' জায়গায় চুপ থাকতেন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমরা ক্বাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে জায়গা দু'টি কী কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যখন তিনি নামাযে প্রবেশ করতেন এবং ক্বিরআত শেষ করতেন।' পরবর্তীতে তিনি (ক্বাতাদাহ) বলেছেন, 'যখন তিনি গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযয়া-ল্লীন বলতেন।' *(আবূ দাঊদ ৭৮০, তিরমিযী ২৫১নং, প্রমুখ)*

সুধী পাঠক! বর্ণনাগুলি আবারও পড়ে দেখুন, 'কেননা এখানে আমীন বলতেন' কথাটি কি হাদীসে আছে? তাঁর চুপ থাকার কারণ তিরমিযীর বর্ণনায় আছে,

وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ إليه نفسه.

অর্থাৎ, তিনি ক্বিরাআত শেষে চুপ থাকতে পছন্দ করতেন, যাতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করছেন যে, দ্বিতীয় চুপটির ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের মতভেদ রয়েছে, তা সূরা ফাতিহার

পরে, নাকি দ্বিতীয় সূরা পড়ার পরে? আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, "অধিকাংশ উলামা বলেন, সে চুপ সমস্ত ক্বিরাআত শেষ হওয়ার পরে। আর এটাই সঠিক; যেমন আমি আত্তা'লীক্বুল জিয়াদ ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। বিষয়টি ইবনুল ক্বাইয়েমের 'রিসালাতুস স্বালাহ' বইয়েও দেখুন।

তাছাড়া (সামুরার) এ হাদীসটির (সনদ) ছিন্নতার দোষে দুষ্ট। যেহেতু তা সামুরাহ থেকে হাসানের বর্ণনা। যদিও হাসান তাঁর নিকট থেকে মোটামুটি হাদীস শুনেছেন। কিন্তু তিনি 'মুদাল্লিস' রাবী। আর এ হাদীস তিনি 'আন' শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজ কানে শুনেছেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি। সুতরাং হাদীসটি 'যয়ীফ' প্রমাণ হয়।" *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৮৭পৃঃ, সিঃ যয়ীফাহ ৫৪৭নং)*

৫। ইব্রাহীম নখয়ীর ফতোয়া ছিল, পাঁচটি জিনিস ইমাম আস্তে বলবে, তার মধ্যে 'আমীন' একটি।

কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে অন্য কিতাবে। যেখানে ঐ পাঁচটি জোরে পড়তে বলা হয়েছে।

عن إبراهيم ، قال : « خمس يجهر بها الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك ، والتعوذ ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين ، واللهم ربنا ولك الحمد ».

(ইনস্বাফ, ইবনে আব্দুল বার্র ১/৩৯)

বলা বাহুল্য, হাদীসের বিপক্ষে কারো ফতোয়া আমাদের দলীল নয়।

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর কথা উদ্ধৃত করা জরুরী মনে হয়। তিনি বলেছেন,

إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن رسول الله ﷺ أخذناه وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا ولم نخرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

অর্থাৎ, সহীহ সনদে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে কোন হাদীস এলে আমরা তা গ্রহণ করব। তাঁর সাহাবাগণ থেকে (আষার) বর্ণিত হলে তা আমরা নির্বাচন করব এবং তাঁদের উক্তির বাইরে আমরা যাব না। আর তাবেঈন থেকে (ফতোয়া) এলে আমরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। *(আল-জাওয়াহিরুল মুযীআহ ২/২৫০)*

অবশ্য পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাহলে ইমাম (রঃ) সহীহ হাদীস-বিরোধী মযহাব এখতিয়ার করলেন কেন?

নিশ্চয় তাঁর কোন ওজর ছিল। হয়তো বা সহীহ বর্ণনা তাঁর কাছে পৌঁছেনি। যে বর্ণনা তাঁর কাছে পৌঁছেছে, তাই দিয়ে ফায়সালা দিয়ে গেছেন। নচেৎ তিনিও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)এর মত 'আমীন' সশব্দে বলারই ফায়সালা দিতেন।

৬। মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'জোরে আমীন বলা পূর্ব যুগে ছিল অবশ্যই পরে উপরল্লেখিত কুরানের আয়েত এবং হাদীস দ্বারা ওই হুকুম মনসুখ বা বাকি ছিল না ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গয়ের মুকাল্লিদরা বলে জোরে আমীন বলার হুকুম হুজুরের শেষ জীবন পর্যন্ত বাকি ছিল। যদি তাই হয় তবে হুজুর শেষ জীবন পর্যন্ত জোরে আমীন বলে ছিলেন দলীল পেশ করুন। তবেই তো হবে বাপের বেটা!'

চ্যালেঞ্জার মুফতী সাহেব এইভাবে বহু জায়গায় দম্ভ প্রকাশ করেছেন। আবার লাখ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। যেহেতু তা দিতে হবে না তো। কেননা তিনি তাতে 'শর্তে তা'জীযী' (অসাধ্য শর্ত) আরোপ করেছেন। আমাদের কেউ যদি অনুরূপ শর্তে আস্তে 'আমীন' বলার প্রমাণ দাবী ক'রে পুরস্কার ঘোষণা করে, তাহলে তাঁরা পারবেন কি?

আসলে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে এমন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলেই মুফতী সাহেবদের এমন সতর্কতামূলক কৌশলময় তৎপরতা।

প্রিয় পাঠক! মনসূখ হওয়ার এই দাবীর সাথে কারখীর কথাকে মিলিয়ে নিন। 'যে আয়াত ও হাদীস আমাদের মযহাবের খেলাপ, তা মনসূখ অথবা ব্যাখ্যেয়।'

অথচ (ক) কুরআনের আয়াতে আম নির্দেশ এসেছে। যে নির্দেশকে খোদ নবী ﷺ বহু স্থলে খাস করেছেন এবং সশব্দে দুআ করেছেন। অতএব তা 'নাসেখ' হতে পারে না। খোদ তথাকথিত আহলে সুন্নতরাই জামাআতী মুনাজাতে কুরআনের ঐ নির্দেশ মান্য করেন না।

(খ) কোন যয়ীফ হাদীস সহীহ হাদীসের 'নাসেখ' হতে পারে না। পরন্তু মুফতী সাহেব 'হাদীস' বলতে 'আষার' বুঝিয়েছেন।

(গ) কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল বা কথা রসূল ﷺ-এর নির্দেশকে মনসূখ করতে পারে না।

(গ) আবূ হুরাইরা ﷺ-এর হাদীসে كان শব্দ এসেছে। তার মানে তিনি বরাবর জোরে 'আমীন' বলতেন।

(ঘ) ওয়াইল বিন হুজ্‌র সাহাবী নবী ﷺ-এর শেষ জীবনে ৯ অথবা ১০ হিজরীতে ইয়ামান থেকে আগমন করেন। সুতরাং তাঁর নামাযের বর্ণনাই প্রমাণ করছে যে, সশব্দে 'আমীন' বলা মনসূখ হয়নি। বরং নবী ﷺ শেষ জীবনে সশব্দে 'আমীন' বলেছেন।

(ঙ) জোরে 'আমীন মনসূখ নয় বলেই নবী ﷺ-এর পরেও সে আমল অবশিষ্ট ছিল। যেমন আবূ হুরাইরা ইমামের পিছনে জোরে 'আমীন' বলতেন। *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৭৮)*

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আত্বা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইবনে যুবাইর 'আমীন' বলতেন কি?' উত্তরে আত্বা বললেন, 'হ্যাঁ, আর তাঁর পশ্চাতে মুক্তাদীরাও 'আমীন' বলত। এমনকি ('আমীন'-এর গুঞ্জরণে) মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠত।' *(আব্দুর রাযযাক ২৬৪০নং, মুহাল্লা ৩/৩৬৪, বুখারী তা'লীক, ফাতহুল বারী ২/৩০৬)*

ইবনে উমার ইমাম অথবা মুক্তাদী উভয় অবস্থাতেই জোরে 'আমীন' বলতেন। *(বাইহাক্বী ২/৫৯)*

ইকরামা বলেছেন, 'আমি লোকেদেরকে পেয়েছি, তাদের 'আমীন' বলার শব্দে কলরব হতো।' *(মুহাল্লা ৩/২৬৪)*

এত দলীল পাওয়ার পরে মুফতী সাহেব যদি ইনসাফ করতেন, তাহলে নিজে না মানলেও চ্যালেঞ্জ না ক'রে সুবিজ্ঞ উদারপন্থী আলেমদের মতো বলতে বাধ্য হতেন,

والانصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل.

অর্থাৎ, ইনসাফ এটাই যে, জোরে 'আমীন' বলার অভিমতটা দলীলের দিক থেকে বলিষ্ঠ। *(মওলানা আব্দুল হাই লখনবী, আত-তা'লীকুল মাজীদ ১০৩পৃঃ, দীনুল হাক্ক ৩৩১পৃঃ)*